টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৯শে মাঘ বুধবার, ১৩৭৫ ইং 12th Feb. 1969 | ৩৮-শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তুষ্টি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

এই তো খেলার দিন—

ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন।

উল ও প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর

রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের মনের মত ভাল বই

সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

STUDENTS' FAVOURITE

Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে মাঘ বুধবার সন ১৩৭৫ সাল।

বর্ত্তমান সমাজ ও সিনেমা

—০—

বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও ভব্যতার আলোকে আলোকিত দুনিয়া আজ। বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদে আজিকার দুনিয়া আহ্লাদিত। বিজ্ঞান তাহার উপাস্য, বিজ্ঞানের প্রসাদ তাহার একান্ত আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া আজিকার জীবনযাত্রা প্রায় অচল, বিজ্ঞানই 'সিনেমা' নামক বস্তুটীকে উপহার দিয়াছে। আজিকার সমাজ তথা সামাজিক জীবনে বিশেষতঃ নগরজীবনে সিনেমা প্রায় অপরিহার্য্য পরম আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করা হইতেছে। বস্তুতঃ নগরসভ্যতায় বর্ত্তমানে অনেকাংশে বিশেষতঃ তরুণ-সমাজের অন্ততঃ পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে সিনেমার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। নাটক বা যাত্রাভিনয় প্রভৃতিতে যে সব ঘটনা বা দৃশ্য দেখান স্বাভাবিক কারণে এখনও অসম্ভবের পর্য্যায়ে রহিয়াছে, যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সিনেমাতে ঐ সব ঘটনা বা দৃশ্যসমূহ সজীবভাবে প্রতিফলিত করিতে পারা যায়। ফলে সিনেমার আকর্ষণ বহুগুণ অধিক। ব্যবসায় হিসাবে সিনেমা-ব্যবসায় এক প্রকার লাভজনক ব্যবসায় বলা চলে। বস্তুতঃ এই ব্যবসায়ে মূল পুঁজির পরিমাণ লাগে মোটা রকমের ফলতঃ বিত্তশালী ব্যক্তিগণই এই ব্যবসায়ে প্রবেশ করিতে পারেন। বৎসরে কোটি কোটি টাকা সিনেমা কোম্পানী লাভ করে। সমাজের সর্ব্বস্তরের মানুষের পকেটের খানিকটা অংশ খালি করিয়া দেয় সিনেমা কোম্পানী। সিনেমা-কেন্দ্রিক সাহিত্য রচিত হইতেছে বহুল পরিমাণে। সমাজের কিশোর ও যুবক সাধারণের প্রায় অধিকাংশের মনের মধ্যে বেশ কিছুটা অধিকার করিয়া রহিয়াছে সিনেমা। এই মনোভাবের প্রতিফলন হয় তরুণ-তরুণীগণের আচার আচরণের মধ্যে। সিনেমা বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদ না হইয়া বর্ত্তমানে হইয়া দাঁড়াইয়াছে সমাজের পক্ষে অভিশাপস্বরূপ। একমাত্র ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যের চরিতার্থতার জন্য এই ব্যবসায় পরিচালিত হইতেছে, যাহার ফল হইতেছে সমাজের পক্ষে বিষময়। প্রচলিত সিনেমার মধ্যে ভালর নামগন্ধ একেবারে নাই—ইহা বলিতেছি না, কিন্তু যদি সত্যসত্যই সামান্যতম অংশ ভাল এই আখ্যা পাইবার যোগ্যতাও রাখে তাহা হইলেও অবস্থাগত্যা খারাপের হাটে সেই ভালর ভালত্ব হারাইয়া গিয়াছে। সেই ভালকে খুঁজিতে যাইয়া খারাপের কর্দ্দম গায়ে লাগিবে। একথা আজ নিঃসন্দিগ্ধ যে সামাজিক অনেক অপরাধের উৎসভূমি এই সিনেমা। সিনেমায় দেখা ঘটনা-প্রবাহ তরুণ চিত্তে এমন করিয়া নিজের স্থান করিয়া নেয়, যাহার ফলে অনেক সময় পর্দায় দেখা অভিনয়ের অভিনেতারূপে নিজেকে, নিজের জীবন-ধারাকে পরিচালিত করিবার অদম্য উৎসাহ পাইয়া বসে। ফলে সামাজিক অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়া বসে। কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত সেন্সর বোর্ড রহিয়াছেন, তাঁহারা সিনেমার আপত্তিকর অংশ বাতিল করিয়া দেন। কিন্তু কার্য্যতঃ এমন সব ছবি বাহির হয় যাহাকে ভারতীয় রীতিনীতি অনুসারে আপত্তিহীন ছবি বলা যায় না। সেন্সর বোর্ডপ্রসঙ্গে কলিকাতার কয়েকটি কাগজে মৃদু আলোড়ন হইয়াছিল, উত্তরপ্রত্যুত্তর বাদ-বিতণ্ডা দুই পক্ষেই হইয়াছিল। পুলিশের পক্ষ হইতেও অভিযোগ উঠিয়াছিল। শালীনতা-বর্জিত সিনেমার বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করিবার মত আইনগত ক্ষমতা তাহাদের নাই। কলিকাতা শহরকে না হয় বাদই দেওয়া গেল, তাছাড়া যে সব শহর বা আধাশহর আছে এবং যেখানে সিনেমার অস্তিত্ব রহিয়াছে, সেখানকার রাস্তাঘাট বিদ্যালয়গৃহের দেওয়াল সর্ব্বত্রই দেখা যাইবে, সিনেমার বিজ্ঞাপন। যাহার মধ্যে মর্ম্ম-পীড়াদায়ক ভঙ্গিমায় থাকিবে অভিনেতা অভিনেত্রী-গণের ছবি। ইহা এক ব্যাধিরূপে দেশের অন্তরের সর্ব্বস্বকে অপহরণ করিতে চাহিতেছে। নগ্নসৌন্দর্য্য-পিপাসাকে বাড়াইয়া সিনেমা দেশের তরুণগণকে কোথায় লইয়া যাইবে জানি না। নারীর প্রতি মানমর্য্যাদা, শ্রদ্ধা সম্ভ্রম আজ সিনেমার প্রভাবে ধূল্যবলুণ্ঠিত। ভারতীয়জীবনে এমন বেদনাদায়ক অবস্থা বোধ হয় আর আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। নারীশরীরের সৌন্দর্য্যের লোভ দেখাইয়া সিনেমা ব্যবসায় লোকের নিকট হইতে কোটি কোটি টাকা লুটিতেছে—কেবল অর্থই নহে, তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। সংযম মানবীয় চরিত্রের উন্নতির পরিমাপক। যে যত বেশী সংযত সে তত বেশী উন্নত ইহা ভারতীয় জীবনধারার কথা। অন্তরের সেই সংযমের মূলে আঘাত হানিতেছে এই সিনেমা। মানুষকে পাপের পথে অন্যায়ের পথে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া সিনেমা ব্যবসায় তাহার অস্তিত্বকে দৃঢ়তর করিতে প্রয়াস পাইতেছে।

আমরা বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি সরকারের পক্ষ হইতে সিনেমা-অভিনেতা-অভিনেত্রীরা পুরস্কৃত হইয়াছেন ও হইতেছেন। সমাজের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণীর সঙ্গে তাঁহারাও সরকারী খেতাব পাইয়াছেন। দেশের তরুণ জনচিত্তে যাহার ফল ভাল হইবে না। আজ তাই গ্রাসী গৃহস্থকন্যা সকলের অজ্ঞাতে বাহির হইতেছে বোম্বাই-এর পথে। মনে তাহার সিনেমা গগনের 'তারকা' হইবার আশা। বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রের পাঠ্যগ্রন্থ যতটা না আয়ত্ত থাকে তাহা হইতে অধিক পরিমাণে থাকে সিনেমা সম্বন্ধীয় বিবরণের তালিকা মুখস্থ। ইহা তাহাদের দোষ নহে, পরিবেশ এইরূপ। এই প্রতিকূলতার মধ্যে তরলমতি কিশোর বা তরুণ কি করিয়া তাহার মনকে ঠিক রাখিতে পারিবে। সমাজ ও সরকারকে এইজন্য অগ্রসর হইতে হইবে। মিলিতভাবে প্রচেষ্টা করিলে সেই চেষ্টা যে জয়যুক্ত হইবে এখনও পর্য্যন্ত সে আশা রহিয়াছে। সিনেমাশিল্প সমাজ জীবনে যে বিষময় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার প্রতিকার করিতেই হইবে। সমাজ-জীবনের প্রাণ তরুণগণ তাহাদের তারুণ্য এইরূপ বিপথে পরিচালিত হইলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে। সিনেমা শিল্প হিসাবে থাকুক কিন্তু তাহা মানুষের সর্ব্বনাশ করিবে ইহা বরদাস্ত করা যায় না। আজ নবনির্ব্বাচিত চিন্তাশীল দেশনায়কদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে। অচিরে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই অবস্থার প্রতিকার পন্থা স্থির করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইবার সময় আসিয়াছে।

——

জঙ্গিপুর কেন্দ্রে মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচন

পশ্চিম বাংলার মধ্যবর্ত্তী নির্ব্বাচন-পর্ব্ব গত ৯ই ফেব্রুয়ারী সমাপ্ত হয়েছে। এই নির্ব্বাচনকে কেন্দ্র করে শহর ও গ্রামীণ যুবকবৃন্দের মধ্যে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হ'য়েছিল। প্রত্যেক দলের কর্ম্মীবৃন্দ শহর ও গ্রামে ঘুরে প্রচার কার্য্য চালিয়েছিলেন। বাড়ী বাড়ী ঘুরে কি ভাবে ভোটপত্রে ছাপ দিতে হবে তা বিশেষ করে বুঝিয়ে দেওয়ায় এবার পূর্ব্বাপেক্ষা বাতিল ভোটের সংখ্যা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

রাস্তায় রাস্তায় বিভিন্ন দলের রঙচঙে প্ল্যাকার্ড, রাস্তায় পীচের উপর প্রতীক চিহ্নের অঙ্কিত ছাপ এ বৎসর অনেকের মানসপটে অঙ্কিত রয়েছে।

এবারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সকল ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভোটদাতাগণের উপস্থিতি। এতে বুঝা যাচ্ছে যে প্রত্যেকে ভোটের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন।

৯ই ফেব্রুয়ারী নির্ব্বাচন কেন্দ্রগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম একজন অতি বৃদ্ধ লোক চোখে ভাল দেখতে পান না, লাঠির উপর ভর দিয়ে চলেছেন আইলের উপর ভোট-কেন্দ্রের দিকে। ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌছিলাম ম্যাকেঞ্জি-পার্ক ভোট-কেন্দ্রে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে দেখলাম একজন লোক এক বৃদ্ধাকে রিক্সায় বসিয়ে নিয়ে আসছেন। তাঁকে দেখে মনে হলো তিনি আগ্রহ সহকারে ভোট দিতে আসছেন। তারপর শুনলাম তিনি কষ্ট করে আসতে প্রথমে রাজী হন নি —যখন শুনলেন তাঁর অতি প্রিয় প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন তখন তিনি আগ্রহ করে ভোট দিতে আসেন।

এই দিন জঙ্গিপুর কেন্দ্রে বিশেষ কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। দু' একটী কেন্দ্রে বিভিন্ন দলের মধ্যে বাক্‌দ্বন্দ্ব হওয়ার কথা শোনা গিয়াছে।

(ষ্টাফ)

দুষ্টা মহিলার উপদ্রব

কিছুদিন হ'তে ফরাক্কা ব্যারেজ অঞ্চলে কতকগুলি দুষ্টা-প্রকৃতির মহিলা উপদ্রব আরম্ভ করেছে। দুপুরে বাড়ীর পুরুষদের অনুপস্থিতিকালে বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে ছলে-বলে-কৌশলে জিনিসপত্র নিয়ে পালাচ্ছে। এদের কঠোর হস্তে দমন না করলে বাসিন্দাগণ শান্তিতে বাস করতে পারবেন না।

অন্তবর্ত্তী নির্ব্বাচন

বিগত ছয় মাস কাল নানাপ্রকার প্রচার কার্য্য চালানর পর সমগ্র পশ্চিম বাংলার নির্ব্বাচনী ফলাফল প্রকাশ হইয়াছে। পশ্চিম বাংলায় যুক্তফ্রন্ট ২১৪টী আসন অধিকার করিয়া কল্পনাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে।

নিম্নে জঙ্গিপুর মহকুমার চারিটী নির্ব্বাচন ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাচিত বিধানসভার সভ্যগণের নাম দেওয়া হইল।

৪৬নং ফরাক্কা

সাহাদাত হোসেন (বাংলা কং)

৪৭নং সুতী

মহম্মদ সোহরাব আলি (কং)

৪৮নং জঙ্গিপুর

আবদুল হক (আর, এস, পি)

৪৯নং সাগরদীঘি

শ্রীকুবেরচাঁদ হালদার (বাংলা কং)

সাগরদীঘি ব্লকের একই দিনে ২৮টি অগভীর নলকূপ সংস্থাপন

সাগরদীঘি ব্লকের বোথারা অঞ্চলে ৮টি, পাটকেলডাঙ্গায় ৮টি, গোবর্দ্ধনডাঙ্গায় ৮টি ও বালিয়া গ্রামে ৪টি অর্থাৎ ২৮টি অগভীর নলকূপ পরিকল্প গত ২রা ফেব্রুয়ারী রূপায়িত হয়েছে। ঐ ২৮টি অগভীর নলকূল নিয়ে মোট ৫৩টি নলকূপ সাগরদীঘি ব্লকে রূপায়িত হলো। সাগরদীঘি ব্লকের মত একই দিনে এত বেশী সংস্থাপনের দৃষ্টান্ত পশ্চিম বাংলার আর কোন ব্লকের নাই।

এই পরিকল্প দ্রুত রূপায়নের জন্য বোথারার গ্রামসেবক শ্রীঅশোক সান্যাল, পাটকেলডাঙ্গার গ্রামসেবক শ্রীজীবনকৃষ্ণ সাহা, গোবর্দ্ধনডাঙ্গার গ্রামসেবক শ্রীঅনিলকুমার নায়েক, বালিয়ার গ্রামসেবক শ্রীরমানাথ সরকার ও সর্বোপরি কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রীসুলভ মাইতি ও সহকারী শ্রীরুদ্রপদ সাহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা প্রশংসাযোগ্য।

জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় আনুষ্ঠানিকভাবে গত ২রা ফেব্রুয়ারী ঐ ২৮টি অগভীর নলকূপ উদ্বোধন করেন।

—জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য দপ্তর।

নিঃশেষিত প্রাণগঙ্গা

কর্কট রোগে আক্রান্ত ভাগীরথী
ক্লান্ত ক্ষীণ গতি। পুঞ্জীভূত মাংস পিণ্ড
হৃদয় সন্ধানী দ্রুত দৃঢ় পদক্ষেপে
পায় বিস্তৃতি। নির্বিকার চিকিৎসক
ব্যঞ্জনাহীন মুখে পঞ্চবর্ষ সময় চান
আত্মসুখে সুখী অথবা নিরুপায়।
আমরা শহরবাসী নিরুত্তাপ জীবনে
সঙ্কীর্ণ চিন্তার উর্দ্ধে কদাচিৎ উঠি
যদ্যপি ভালবাসি তপ্ত সমালোচনা
কঠোর নির্ভীক—চেয়ে চেয়ে দেখি
বাস্তবিক শত্রুটা প্রকাশ্যে অমোঘ গতি।
ক্ষীণ বিশুষ্ক প্রাণগঙ্গা নিঃশেষিত প্রায়
আমরা হাসি; একথা নিশ্চয় জানি
পুরুষকার কিছু নয় অদৃষ্ট মানি
অসহায় ভাগীরথী বহু সন্তানের জননীর মত
অচিরে শান্তি পাবে কবরে—বালির চড়ায়।

—শ্রীবিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়

প্রধান শিক্ষক নিরুদ্দেশ

নয়নসুখ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মশায় কাউকে কিছু না জানিয়ে সপরিবারে এখান থেকে চলে যাওয়ায় বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক অনন্যোপায় হয়ে গাছতলায় ক্লাশের কাজ চালাতে বাধ্য হচ্ছেন বলে জানা গেল। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ দলাদলিতে ক্লাশের কাজ বহুদিন করেননি তিনি। স্থান পরিত্যাগকালে তিনি কাউকে কিছু বলেও যাননি বলে প্রকাশ। তাঁর হঠাৎ এই অন্তর্ধানে বিদ্যালয়ের সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা যায়।

কৃতিত্ব

বেলডাঙ্গা (মুর্শিদাবাদ) নিবাসী শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীসুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ বৎসর আইনের চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদের প্রাক্তন সহ-সাধারণ সম্পাদক ও আইন কলেজ ছাত্র-সংস্থার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ছিলেন।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

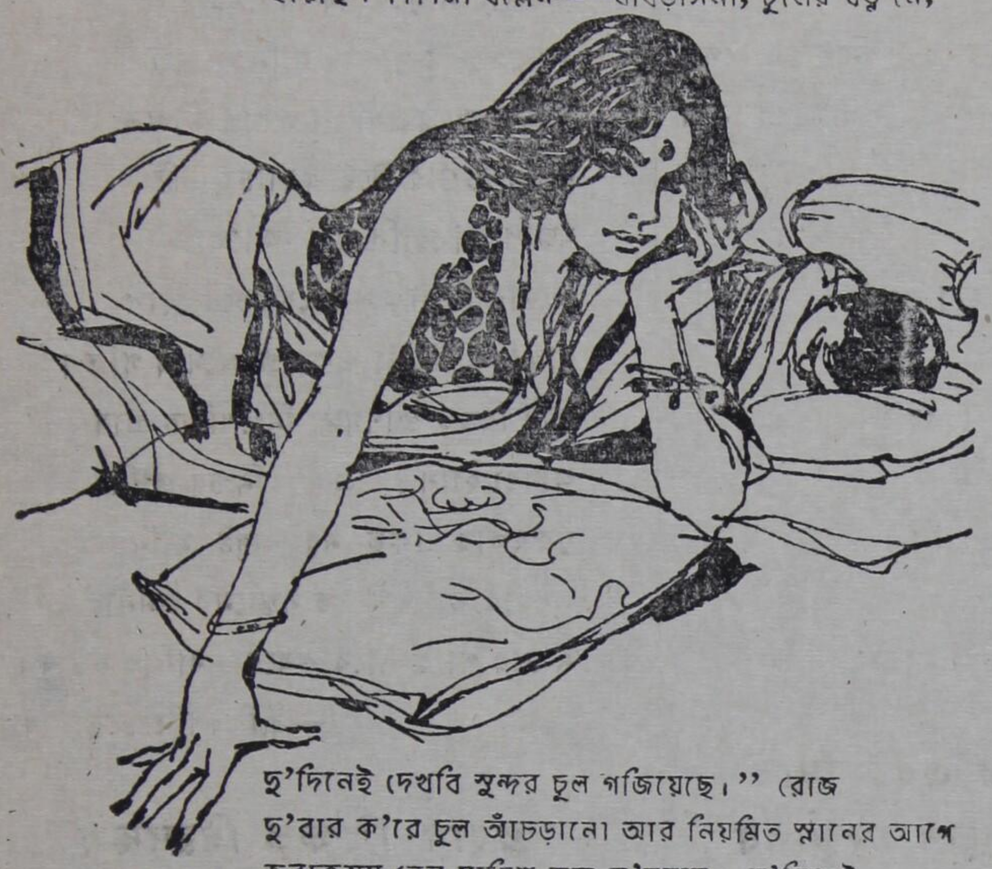

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

শীতে ব্যবহারোপযোগী
মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত
যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়
রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়
আর্ট ইউনিয়ন
সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:
সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ডেণ্টাল ক্লিনিক
ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেণ্টাল সার্জ্জেন
পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের
পামারি
চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪'০০ চারি টাকা, শহরে ৩'০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১'২৫ এক টাকা পঁচিশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৬০'০০ ষাট টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩২'০০ বত্রিশ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৮'০০ আঠার টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)